Letter-2012(S)- 413

" জরুরী "

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
(ক্রীড়া-২ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নং-৩৪.০১.০২০০.০৮০.৪৩.০০১.১১-৩৬৩

তারিখঃ ২৬ কার্তিক, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ / ১০ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় ঃ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে বিকেএসপি(Bangladesh Institute of Sports) আইন, ২০১৬ এর উপর মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৮৩(অধ্যাদেশ নং-৫৮, ১৯৮৩)-এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে তা পরিমার্জনপূর্বক নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৮৩(অধ্যাদেশ নং-৫৮, ১৯৮৩)- নতুনভাবে প্রণীত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে বিকেএসপি(Bangladesh Institute of Sports) আইন, ২০১৬ এর উপর মতামত ১০(দশ)দিনের মধ্যে প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসাথে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্ত ঃ- খসড়া আইন ৬(ছয়)পাতা।

২০/১১/২০১৬
(মোরশেদা আখ্‌তার)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৬৫৬১।

বিতরণ ঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ-

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
০৫। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
০৮। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
১১। উপচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
১২। চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৬।

অনুলিপি ঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নাম্বার ৫৮, ১৯৮৩) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নূতনভাবে আইন প্রণয়ণকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন), অতঃপর পঞ্চদশ সংশোধনী বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ, অতঃপর "উক্ত অধ্যাদেশসমূহ" বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন (Ratification and Confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকরিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতেও উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহ ও উহাদের অধীনে প্রণীত বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন, জনগণের অর্জিত অধিকার সংরক্ষণ এবং বহাল ও অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত জনস্বার্থে, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা প্রদান আবশ্যক; এবং

যেহেতু দীর্ঘসময় পূর্বে জারিকৃত উক্ত অধ্যাদেশসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক যথানিয়মে নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করা সময় সাপেক্ষ; এবং

যেহেতু পঞ্চদশ সংশোধনী এবং সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশনে না থাকা অবস্থায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ২নং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করেন; এবং

যেহেতু সংবিধানের ৯৩ (২) অনুচেছদের নির্দেশনা পূরণকল্পে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল ষ্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় নতুন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বা প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য ইহা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সরকারের উপরে-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নং- ৫৮, ১৯৮৩) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নতুনভাবে আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে ***"বিকেএসপি" (Bangladesh Institute of Sports)*** আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) বোর্ড বলিতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে '***বিকেএসপি' (Bangladesh Institute of Sports)***-এর বোর্ড অব গভর্ণরসকে বুঝাইবে;

(খ) "মহাপরিচালক" বলিতে ধারা ৮ এর অধীন নিয়োগকৃত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে '***বিকেএসপি' (Bangladesh Institute of Sports)***-এর মহাপরিচালককে বুঝাইবে;

(গ) "প্রতিষ্ঠান" বলিতে ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে ***ও বিকেএসপি (Bangladesh Institute of Sports)*** বুঝাইবে;

(ঘ) "নির্ধারিত" বলিতে এই আইনের অধীন বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে।

৩। **প্রতিষ্ঠান স্থাপন ।- (১)** ***বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নম্বর ৫৮, ১৯৮৩) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত*** **বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে '*বিকেএসপি' (Bangladesh Institute of Sports)* এমনভাবে অভিহিত হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।**

(২) প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তরের ক্ষমতা থাকিবে এবং উপর্যুক্ত নামে উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **সাধারণ নির্দেশনা** ।- (১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানমালা সাপেক্ষে, প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ড অব গভর্ণরসের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং প্রতিষ্ঠান যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৫। **বোর্ড**।- নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ***যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;***
(খ) ***প্রতিমন্ত্রী, যদি থাকেন, যিনি উহার ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;***
(গ) ***উপ-মন্ত্রী যদি থাকেন, যিনি উহার ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;***
(ঘ) ***সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;***
(ঙ) ***সচিব, অর্থ বিভাগ;***
(চ) ***সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ;***
(ছ) ***ক্যাডেট কলেজসমূহের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান;***
(জ) ***চেয়ারম্যান, আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড;***
(ঝ) ***মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর;***
(ঞ) ***মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন;***
(ট) ***উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়;***
(ঠ) ***সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;***
(ড) ***মহাপরিচালক, বিকেএসপি, যিনি বোর্ডের সদস্য-সচিবও হইবেন।***

৬। **প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম** ।- প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী হইবে-

(ক) দেশের কম বয়সী বালক-বালিকাদের মধ্য হইতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভা অন্বেষণ করা এবং ***স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী*** পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সুযোগসহ বিজ্ঞানভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান;
(খ) উন্নতমানের কোচ, রেফারী এবং আম্পায়ার তৈরীর উদ্দেশ্যে সম্ভাবনাময় কোচ, রেফারী এবং আম্পায়ারগণের প্রশিক্ষণ প্রদান,
(গ) বিদ্যমান কোচ, রেফারী এবং আম্পায়ারগণের কলাকৌশলগত যোগ্যতা উন্নত করা;
(ঘ) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রাক্কালে সকল জাতীয় দলের উপযুক্ত ***প্রশিক্ষণের সুযোগ*** প্রদান;
(ঙ) কোচ, রেফারী ও আম্পায়ারগণের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা;
(চ) খেলাধুলা সম্পর্কিত তথ্যকেন্দ্র হিসেবে কাজ করা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
(ছ) বই, সাময়িকী, বুলেটিন এবং খেলাধূলা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করা; এবং
(জ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনা করিতে অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং ঐ সকল বিষয়াদির সহিত সংশ্লিষ্ট এবং উদ্ভুত কার্যাবলী সম্পাদন করা।

৭। **বোর্ডের সভা** ।- (১) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে, সময়ে ও প্রকারে অনুষ্ঠিত হইবেঃ

(২) বোর্ডের সভায় কোরাম গঠনের জন্য ন্যূনপক্ষে পাঁচজন সদস্য উপস্থিত থাকিতে হইবে।

(৩) সরকার প্রয়োজনে ০১(এক)জন মহিলা সদস্যসহ মোট ০২(দুই) জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন।

(৪) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন ***এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত*** সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) বোর্ডের কোন সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে। আমন্ত্রিত সদস্যগণের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৬) বোর্ড গঠনের ত্রুটি বা উহাতে কোন শুন্যতা রহিয়াছে শুধুমাত্র এই কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা বেআইনি হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) *বোর্ড, এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।*

(৮) প্রতি ০৬(ছয়) মাসে ন্যূনতম বোর্ডের একটি সভা করিতে হইবে।

৮। **মহাপরিচালক**।— (১) প্রতিষ্ঠানে একজন মহাপরিচালক থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী নিযুক্ত হইবেন।

(২) মহাপরিচালক একজন পূর্ণকালীন কর্মকর্তা হইবেন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৩) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কাজকর্ম এবং তহবিল পরিচালনা করিবেন এবং প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিচালনা ও বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৪) বোর্ড কর্তৃক যেইরূপ দায়িত্ব অর্পিত হইবে বা যেইরূপ দায়িত্ব নির্ধারিত হইবে মহাপরিচালক তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং কার্যাদিও পালন করিবেন।

৯। **কর্মকর্তা নিয়োগ, ইত্যাদি**।— সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত বিশেষ বা সাধারণ আদেশ সাপেক্ষে, প্রতিষ্ঠান ইহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে নির্ধারিত শর্তে কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

১০। **কমিটি** ।- বোর্ড ইহার কার্যাবলী পরিচালনায় সহযোগিতা করিতে যেইরূপ কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন বিবেচনা করিবে সেইরূপ কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

১১। **ক্ষমতা অর্পন** ।- বোর্ড, লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে ও শর্তে, যদি থাকে, ইহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা কর্মকর্তাকে প্রয়োগের নির্দেশ দিতে পারিবে।

১২। **প্রতিষ্ঠানের তহবিল**।— (১) প্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে যাহা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহ করিতে ব্যবহৃত হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিতভাবে তহবিল গঠিত হইবে

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) সরকারের নিকট ও স্থানীয় সংস্থা হইতে প্রাপ্ত ঋণ;
(গ) সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ; এবং
(ঘ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য সকল অর্থ।

(৩) প্রতিষ্ঠানের সকল অর্থ যে কোন তফসিলী ব্যাংকে রাখিতে হইবে।

১৩। **প্রতিষ্ঠানের বাজেট**।— প্রতিষ্ঠান প্রতি আর্থিক বৎসর শুরুর পূর্বে প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয়ের হিসাব এবং সরকারের নিকট হইতে প্রত্যেক অর্থ বৎসরে প্রাপ্তির জন্য সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ প্রদর্শনপূর্বক বাৎসরিক বাজেট সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

১৪। **বিধি এবং প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা** ।

(১) এই আইনের বিধানাবলীর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) প্রতিষ্ঠান এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল ক্ষেত্রে আবশ্যক ও সমীচীন সেই সকল ক্ষেত্রে, এই আইন এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ নয় এমন প্রবিধানমালা, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল বিধি ও প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং প্রকাশের সময় হইতে উহা কার্যকর হইবে।

১৫। **সম্পদ হস্তান্তর, ইত্যাদি**।— আপাততঃ বলবৎ কোন আইন অথবা কোন চুক্তি অথবা সম্মতি অথবা কোন আদেশ অথবা প্রজ্ঞাপনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইন প্রবর্তন হইবার পর-

(ক) বাংলাদেশ স্পোর্টস ইনস্টিটিউট, অতঃপর উক্ত ইনস্টিটিউ হিসাবে উল্লিখিত,-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া ***বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে ও বিকেএসপি (Bangladesh Institute of Sports)*** হিসাবে অভিহিত হইবে;

(খ) সকল প্রকার সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুযোগ-সুবিধা এবং উক্ত ইনস্টিটিউটের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এই প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত বা ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত ইনস্টিটিউটের সকল এবং যে কোন প্রকারের ঋণ, দায়বদ্ধতা এবং প্রতিশ্রুতি সরকার কর্তৃক অন্যবিধ নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের ঋণ, দায়বদ্ধতা এবং প্রতিশ্রুতি হইবে;

(ঘ) উক্ত ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে তাহাদের বদলীর অব্যবহিত পূর্বে তাহাদের জন্য যে সকল শর্তাবলী প্রযোজ্য ছিল উহা অব্যাহত থাকিবে যতদিন পর্যন্ত না এই প্রতিষ্ঠানের চাকুরীর অবসান হয় অথবা যে পর্যন্ত না তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবর্তিত হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, এই প্রতিষ্ঠানে তাহার চাকুরী অব্যাহত না রাখিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারিবেন।

১৬। **যে কোন ক্রীড়া সংস্থার পরিকল্প বদলী**।

(১) বর্তমান প্রচলিত কোন আইন বা কোন প্রকার চুক্তিপত্র বা কোন প্রকার আদেশ, দলিল বা বিজ্ঞপ্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, কোন সংস্থার কোন ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রকল্প, যে নামেই পরিচালিত হউক না কেন, এই প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত হইবে।

(২) উপরিল্লিখিত উপ–বিধি (১) অনুযায়ী বদলীকৃত যে কোন পরিকল্পে, সরকার কর্তৃক যদি কোন অনুদান দেওয়া হয়, তাহাও এই প্রতিষ্ঠানে বদলীকৃত হিসাবে গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী